সম্প্রচার আইন, ২০১৬ (খসড়া)

৩০/১১/২০১৬

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**– (১) এই আইন সম্প্রচার আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে এই আইন সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** –বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে –

(১) 'সম্প্রচার' (Broadcasting) অর্থ যে কোন ধরণের বিষয়বস্তু (content) যেমন, চিহ্ন, সংকেত, লেখা, ছবি, প্রতিচ্ছবি ও শব্দ এর সমাহরণ (assembling) ও কার্যক্রম প্রণয়ন (programming) এবং এই সম্প্রচার বিষয়বস্তুকে হয় নির্দিষ্ট কম্পাংকে (frequency) ইলেক্ট্রনিকভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় (ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক) তরঙ্গে সন্নিবেশ-পূর্বক সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু মহাশূন্য বা কেব্‌ল্ মাধ্যমে প্রেরণ-পূর্বক বাহক তরঙ্গে তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার উপযোগী ও লভ্য করিয়া রাখা অথবা ঐ বিষয়বস্তু ডিজিটাল ডাটা ফরমে অবিচ্ছিন্নভাবে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে প্রবহমান রাখা, যাহাতে এই বিষয়বস্তু গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে একক বা বহুবিধ গ্রাহকের নিকট অধিগম্য (accessible) হয়;

(২) 'সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে বিষয়বস্তু সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন এবং নির্দিষ্ট কম্পাংকে ইলেক্ট্রনিক আকারে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করণ এবং এই সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু সম্প্রচার নেটওয়ার্ক বা নেটওয়ার্কসমূহে ডিজিটাল বা অন্য কোন উপায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা, যাহাতে সকল বা বহুবিধ ব্যবহারকারীর যে কোন ব্যক্তি তাহাদের সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে গ্রাহকযন্ত্র সংযুক্ত করিয়া উহাতে অধিগম্যতা লাভে সক্ষম হয় এবং ইহাতে বিষয়বস্তুর সকল সম্প্রচার কার্যক্রম ও সকল সম্প্রচার নেটওয়ার্ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(৩) 'বিষয়বস্তু (content)' বলিতে বুঝাইবে যে কোন অডিও, টেক্সট, উপাত্ত, চিত্রণ বা নকশা (স্থির বা চলমান), অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা, সংকেত বা যে কোন ধরণের বার্তা বা ঐগুলির যে কোন এমন সংমিশ্রন যাহা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট, প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষিত (stored), উদ্ধারকৃত (retrieved) বা জ্ঞাপিত (communicated) হইতে সক্ষম;

(৪) 'বিষয়বস্তু সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে বিষয়বস্তু সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন এবং ইলেক্ট্রনিকভাবে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ ও একই বিষয়বস্তু সম্প্রচার নেটওয়ার্কে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে নির্দিষ্ট কম্পাংকে প্রেরণ ও পুন:প্রেরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে লভ্য/ব্যবহার্য করা, যাহাতে বহুবিধ ব্যবহারকারী তাহাদের গ্রাহক যন্ত্র নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করিয়া বিষয়বস্তুতে অধিগম্যতা লাভ করিতে পারে এবং নিম্নলিখিত যে কোনটির ব্যবস্থাপনা ও চালনা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন কার্যক্রম;

(খ) টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কার্যক্রম;

(গ) স্যাটেলাইট টেলিভিশন কার্যক্রম;

(ঘ) স্যাটেলাইট রেডিও কার্যক্রম;

(ঙ) কেব্‌ল্ টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম;

(চ) এফ.এম বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ছ) কমিউনিটি বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সম্প্রচার কার্যক্রম;

(৫) 'সম্প্রচার নেটওয়ার্ক/সিস্টেম কার্যক্রম' অর্থ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত (guided) অথবা উন্মুক্ত (unguided) তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কম্পাংকে ইলেক্ট্রনিকভাবে সম্প্রচার বিষয়বস্তু বহুবিধ গ্রাহকের নিকট বহন করিবার জন্য প্রেরক যন্ত্র বা কেব্‌ল্ অবকাঠামোর নেটওয়ার্ক সৃষ্টির কার্যক্রম এবং নিম্নলিখিত যে কোনটির ব্যবস্থাপনা ও চালনা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) যোগাযোগ ও সম্প্রচার টেলিপোর্ট/হাব/ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র;

(খ) ডিরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) সম্প্রচার নেটওয়ার্ক;

(গ) মাল্টি সিস্টেম কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক;

(ঘ) স্থানীয় কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক;

(ঙ) স্যাটেলাইট বেতার সম্প্রচার নেটওয়ার্ক;

(চ) ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট;

(ছ) এইরূপ অন্যান্য নেটওয়ার্ক কার্যক্রম যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৬) '**সম্প্রচার যন্ত্রপাতি**' বলিতে বুঝাইবে এমন যন্ত্রপাতি যাহা যে কোন সম্প্রচার কার্যক্রমে ব্যবহৃত হইবে;

(৭) 'সম্প্রচারকারী' **(Broadcaster)** অর্থ এমন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যিনি অথবা যাহা সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং **ইহাতে তথ্য সম্প্রচার** নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্তর্ভুক্ত হইবেন যিনি তাহার নিজ টেলিভিশন বা রেডিও চ্যানেলের **কার্যক্রম ব্যবস্থা**পনা ও চালনা করেন;

(৮) 'অনলাইন গণমাধ্যম' বলিতে বাংলাদেশের ভুখন্ড হইতে হোস্টিংকৃত বাংলা, ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্টারনেটভিত্তিক রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র, বা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি ও লেখা বা মাল্টিমিডিয়ার অন্য কোন রূপে উপস্থাপিত তথ্য উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারকারী বাংলাদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(৯) 'কমিউনিটি সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে টেরেস্ট্রিয়াল বেতার সম্প্রচার যাহা একটি নির্ধারিত ভৌগোলিক এলাকায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ;

(১০) 'কমিশনার'বলিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৬ ধারা অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাইবে এবং ইহাতে চেয়ারম্যানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) 'কমিশন' বলিতে বুঝাইবে সম্প্রচার কমিশন যাহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত;

(১২) 'কেব্‌ল্ অপারেটর' বলিতে বুঝাইবে এমন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যিনি অথবা যাহা কেবল টিভি পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা এবং চালনা করিবে অথবা ভিন্নভাবে মাল্টিসিস্টেম বা লোকাল কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকিবে;

(১৩) 'কেব্‌ল্ টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে প্রদত্ত কোন কম্পাংকের যে কোন সম্প্রচার টেলিভিশন বিষয়বস্তু কেব্‌লের মাধ্যমে বহুবিধ গ্রাহকদের জন্য তথ্য সমাহরণ, কার্যক্রম প্রণয়ন ও প্রেরণ;

(১৪) 'কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক' বলিতে বুঝাইবে এমন একটি সিস্টেম যাহা সুনির্দিষ্ট প্রেরণ পথ ও সংশ্লিষ্ট সংকেত সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ যন্ত্রপাতি নিয়া গঠিত এবং যাহা টেলিভিশন চ্যানেল কার্যক্রম গ্রহণ ও উহা বহুবিধ গ্রাহকদের নিকট পুন:প্রেরণের জন্য নির্মিত;

(১৫) 'তহবিল' বলিতে এই আইনের ১৩ ধারার অধীন গঠিত তহবিলকে বুঝাইবে;

(১৬) 'নির্ধারিত' বলিতে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা/ প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(১৭) 'নিবন্ধন' বলিতে বুঝাইবে এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন অনলাইন গণমাধ্যম কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদত্ত নিবন্ধন;

(১৮) 'বিধিমালা'/'প্রবিধানমালা' বলিতে এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা/প্রবিধানমালাকে বুঝাইবে;

(১৯) 'প্রজ্ঞাপন' বলিতে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনকে বুঝাইবে;

(২০) 'ফ্রি টু এয়ার সম্প্রচার কার্যক্রম' বলিতে বুঝাইবে নন-এনক্রিপটেড (non-encrypted) সম্প্রচার কার্যক্রম যাহা মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে জনগণের নিকট সহজ-লভ্য যন্ত্রপাতির মাধ্যমে লভ্য হয়;

(২১) 'লাইসেন্স' বলিতে বুঝাইবে এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স;

(২২) 'লাইসেন্সধারী' বলিতে বুঝাইবে এই আইনের অধীন সম্প্রচার সেবা প্রদানের জন্য যাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে;

(২৩) 'পরিদর্শক' বলিতে এই আইনের অধীনে কমিশনের নিয়োগকৃত পরিদর্শককে বুঝাইবে।

৩। **এই আইনের প্রাধান্য**।– আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন সম্প্রচার সংক্রান্ত বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

সম্প্রচার কমিশন গঠন

৪। **কমিশন প্রতিষ্ঠা**।–(১) এই সম্প্রচার আইন বলবৎ হইবার পর অনতিবিলম্বে সম্প্রচার কমিশন (Broadcasting Commission) গঠন করিতে হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সীলমোহর (common seal) থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কমিশনের কার্যালয়**।– (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কমিশন প্রয়োজনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কমিশন গঠন**।– (১) কমিশন ৭ (সাত) জন কমিশনার এর সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অন্যূন একজন নারী কমিশনার হইবেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনারগণের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি (Search Committee) দ্বারা মনোনীত হইবেন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। এই অনুসন্ধান কমিটিতে অংশীজনদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। অংশীজনদের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি কর্মকর্তা, সম্প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সম্প্রচার বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজ্ঞ থাকিতে পারেন। তন্মধ্যে অন্যূন একজন নারী প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান হইবেন।

৭। **কমিশনারদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।** – (১) কমিশনার পদের জন্য সম্প্রচার, গণমাধ্যম শিল্প, গণমাধ্যম শিক্ষা, আইন, জনপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, ভোক্তা বিষয়াদি অথবা ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর বিশেষ জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না যদি তিনি:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন ;

(খ) জাতীয় সংসদ সদস্য অথবা স্থানীয় সরকারের যে কোন স্তরে জনপ্রতিনিধির জন্য নির্ধারিত কোন পদে নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত হন;

(গ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণখেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ঘ) কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধের দায়ে ন্যূনতম ২ বছরের কারাদন্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন;

(চ) প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে কর্মরত থাকেন;

(ছ) কোন সম্প্রচার অথবা গণমাধ্যম শিল্প সংক্রান্ত কোন ব্যবসা অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকেন;

(জ) কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত থাকেন।

৮। **চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদের মেয়াদ ও পদত্যাগ।** – (১) চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ০৫ (পাঁচ) বছর কিংবা ৭০ (সত্তর) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেইটি আগে ঘটে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং পদের মেয়াদ শেষে তাহাদিগকে পুন:নিয়োগ দেওয়া যাইবে না।

(২) চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণ উপধারা-১-এ নির্ধারিত মেয়াদকাল পূর্তির পূর্বে যে কোন সময়ে ১ মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান পূর্বক রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) যদি চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহা হইলে চেয়ারম্যান যোগদান না করা পর্যন্ত বা নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ কমিশনার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের অপসারণ।** – (১) উপধারা-২ এ উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনারকে অপসারণ করিতে পারিবেন যদি তিনি:

(ক) শারীরিক ও মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান;

(খ) কোন বৈধ কারণ ব্যতীত ৩ মাসের অধিককাল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান;

(গ) ৭(২) ধারা অনুযায়ী কমিশনার হিসাবে অযোগ্য বিবেচিত হন;

(ঘ) কমিশন ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখেন;

(ঙ) এমনভাবে আচরণ করেন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণে ক্ষতিকর হয় অথবা জনস্বার্থ বিঘ্নিত করে;

(চ) দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, গুরুতর অসদাচরণ বা দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে গুরুতর অবহেলা করেন।

(২) উপধারা-১ এ উল্লিখিত কারণে বা যুক্তিতে যদি চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনার তাহার স্বীয় পদে আসীন থাকিবার অযোগ্য হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন যাহা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক অথবা আপীল বিভাগের একজন বিচারক ও হাইকোর্ট বিভাগের এক বা একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং গঠিত কমিটি কতদিনের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করিবে তাহাও কমিটি গঠনের আদেশপত্রে উল্লেখ থাকিবে;

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন কমিশনারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য উপধারা-২ এর অধীন গঠিত কমিটি রাষ্ট্রপতির নিকট যে প্রতিবেদন দাখিল করিবে সেই প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং কারণ উল্লেখ পূর্বক বলিতে হইবে যে, আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা কমিশনারকে অপসারণ করা হইবে কিনা এবং রাষ্ট্রপতি প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(৪) কারণ দর্শানোর সুযোগ ব্যতিরেকে অপসারণ করা যাইবে না;

(৫) উপধারা-২ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠিত হইবার পর রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় লইয়া চেয়ারম্যান বা কমিশনারকে তাহার অফিসের কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কমিশনার এই আদেশ অবশ্যই মানিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৬) তদন্ত কমিটি The Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ঐ আইনের বিধানাবলী এই আইনের শর্তসাপেক্ষে এই কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০। **কমিশনের সভা।**– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) কমিশনের এইরূপ সভা চেয়ারম্যান আহবান করিবেন এবং সভা কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে তাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে; তাহাছাড়া কমপক্ষে দুইজন কমিশনার নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যানকে লিখিত অনুরোধ জানাইতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান এইরূপ কোন অনুরোধ পাইলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি সভা আহবান করিবেন;

(৩) চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কোন কারণে চেয়ারম্যান অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত কমিশনারদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) সভার কোরামের জন্য ৩ জন কমিশনারের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে;

(৫) চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিশনারদের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি তাহার দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দিতে পারিবেন;

(৬) চেয়ারম্যান যে কোন বিষয়ের উপর মতামত, আলাপ-আলোচনা, তথ্য বা ব্যাখ্যা/ বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত, চিন্তা-ভাবনা বা আলোচনা, তথ্য বা বিবৃতি সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

১১। **চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি।**– (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন এবং কমিশনারগণ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন;

(২) চেয়ারম্যান ও কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর তাহার পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, সুবিধাদি এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী এমনভাবে পরিবর্তিত হইবে না যাহা তাহার জন্য ক্ষতিকর হয়;

(৩) কমিশনারগণের নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে। একই দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

১২। **কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।** – এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

(ক) সম্প্রচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা এবং সম্প্রচার মাধ্যমের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(খ) সম্প্রচার মাধ্যমে মত প্রকাশ ও সম্প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতি ও মানদন্ড অনুসরণ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা, বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও গণমুখিতা (Pro-people) বজায় রাখা এবং তথ্যের অবাধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

(গ) সম্প্রচার ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথ সুগম করা;

(ঘ) নতুন লাইসেন্স বা নিবন্ধন প্রদানের জন্য গাইডলাইন প্রদান;

(ঙ) টেলিভিশন, বেতার, ইন্টারনেট টিভি বা রেডিও বা অন্য যে কোন প্রকারের প্রচার মাধ্যম যথা ডিজিটাল বা ভিন্ন কোন প্রকারের সম্প্রচার মাধ্যম ও সম্প্রচার যন্ত্রপাতির জন্য সম্প্রচারকারীর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যুর জন্য সুপারিশ করা এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে তা ইস্যু করা;

(চ) বিভিন্ন শ্রেণীর সম্প্রচারকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও নিবন্ধনের মেয়াদ ও শর্ত প্রণয়ন করা ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা;

(ছ) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধনের জন্য ফি সংগ্রহ করা এবং এই আইনের যে কোন বিধান লংঘন করিলে জরিমানা আরোপ করা;

(জ) সম্প্রচারকারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান নির্ধারণ করিয়া দেওয়া এবং সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর মেয়াদ ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা এবং জনগণের অবগতির জন্য এই ধরণের মেয়াদ ভিত্তিক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঝ) সম্প্রচারকারী ও অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা (Guideline) প্রস্তুত করা;

(ঞ) সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত সহায়ক নির্দেশিকা (Guideline) ও 'কোড অব ইথিকস্' (Code of Ethics) যথাযথভাবে প্রতিপালন হইতেছে মর্মে নিশ্চিত হইবার জন্য নিয়মিত নজরদারি করা;

(ট) সম্প্রচারের কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তুসহ বিজ্ঞাপন, নাটক, তথ্যচিত্র, কাহিনীচিত্র, সঙ্গীত বা অন্য যে কোন বিষয় যাহা সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাইলে উহা গ্রহণ করা এবং বিচার নিষ্পত্তি করা;

(ঠ) এই আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা এবং জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা লঙ্ঘন করিয়া কোন সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তি

আরোপ করা, মামলা দায়ের করা এবং প্রয়োজনবোধে অধিকতর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ড) লাইসেন্সধারী সম্প্রচারক বা নিবন্ধিত **প্রতিষ্ঠান** ও কন্টেন্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে সালিশকারীর দায়িত্ব পালন এবং এই বিষয়ে যে কোন নির্দেশ ও রোয়েদাদ প্রদান;

(ঢ) ভোক্তা ও লাইসেন্স বা নিবন্ধনপ্রাপ্ত সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারীর সেবার উৎকর্ষ ও গুণগতমান এবং ভোক্তা কর্তৃক সেবামুল্য সম্পর্কে কোন নালিশ বা বিতর্ক উত্থাপিত হইলে কমিশন কর্তৃক তাহার বিচার নিষ্পত্তি করা;

(ণ) লাইসেন্স বা নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ভোক্তা, নালিশকারী বা সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের মধ্যে প্রতিপালনীয় নির্দেশিকা (Code of Guidance) প্রস্তুত করা ও উক্ত নির্দেশিকা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটিলে নির্ধারিত বিধানাবলী অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করা;

(ত) মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা;

(থ) প্রয়োজনবোধে যে কোন সম্প্রচার ও অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা;

(দ) ন্যায়সঙ্গত, প্রতিযোগিতামূলক, সম এবং বৈষম্যহীন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার প্রাপ্তির জন্য শর্তাবলী প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা;

(ধ) 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন-২০০৬' এর অধীন সরকার অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ পালন করা;

(ন) সম্প্রচার কার্যক্রম ও ভোক্তা দর্শকের স্বার্থ সুরক্ষার নিমিত্তে যে কোন আদেশ ও নির্দেশনা জারী করা এবং উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(প) সরকার কর্তৃক অর্পিত এইরূপ অন্যান্য প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজ অথবা এই আইনের বিধানাবলী পালনে যেইরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ কাজ কমিশন কর্তৃক সম্পাদন করা;

সম্প্রচার কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৩। **সম্প্রচার কমিশন তহবিল।** — (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সম্প্রচার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) এই ধারা এবং বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে সম্প্রচার কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন সম্প্রচার কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) সম্প্রচার কমিশন তহবিল হইতে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং সম্প্রচার কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) সম্প্রচার কমিশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;
(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

১৪। **বাজেট।** — সম্প্রচার কমিশন প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্প্রচার কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৫। **সম্প্রচার কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।** — (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে সম্প্রচার কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা সম্প্রচার কমিশনের আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

১৬। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।** — (১) সম্প্রচার কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর সম্প্রচার কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও সম্প্রচার কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সম্প্রচার কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সম্প্রচার কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

সম্প্রচার কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৭। **সম্প্রচার কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**— (১) সম্প্রচার কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন সম্প্রচার কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার সম্প্রচার কমিশনের অনুরোধক্রমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

লাইসেন্স ও নিবন্ধন প্রদান

১৮। **লাইসেন্স ও নিবন্ধন প্রদান কমিশনের একক কর্তৃত্ব।**— (১) নিম্নে উল্লেখিত লাইসেন্স ও নিবন্ধন প্রদান করার বিষয়ে ধারা ১২ (ঙ) এর বিধান সাপেক্ষে কমিশনের একক কর্তৃত্ব থাকিবে:

(ক) সম্প্রচার লাইসেন্স ও অনলাইন গণমাধ্যম নিবন্ধন; এবং
(খ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স।

১৯। **সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স এবং অনলাইন গণমাধ্যমের জন্য নিবন্ধন।** —এই আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া বা অন্য কোন আইনের অধীনে অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া কেহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না:

(ক) ফ্রি টু এয়ার দেশব্যাপী টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(খ) ফ্রি টু এয়ার স্থানভিত্তিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(গ) ফ্রি টু এয়ার আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঘ) মূল্যভিত্তিক দেশব্যাপী টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঙ) মূল্যভিত্তিক স্থানভিত্তিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(চ) মূল্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ছ) বিশেষ প্রয়োজনভিত্তিক (স্পেশাল ইন্টারেস্ট) টেলিভিশন সার্ভিস সম্প্রচার কার্যক্রম;
(জ) দেশব্যাপী বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঝ) অঞ্চল ভিত্তিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঞ) আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ট) কমিউনিটি বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঠ) মূল্যভিত্তিক দেশব্যাপী বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ড) মূল্যভিত্তিক আঞ্চলিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ঢ) মূল্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ণ) বিশেষ প্রয়োজনভিত্তিক (স্পেশাল ইন্টারেস্ট) বেতার সার্ভিস সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ত) অডিও টেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;
(থ) ভিডিও টেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;
(দ) টেলিটেক্সট সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ধ) চাহিদামূলক ভিডিও সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ন) সম্প্রচার উপান্ত কার্যক্রম;
(প) আইপি টেলিভিশন ও আইপি রেডিও কার্যক্রম;
(ফ) আইপি সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ব) কেব্‌ল্ অপারেটর সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ভ) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম;
(ম) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;
(য) টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার কার্যক্রম;

(র) এফ এম বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম;

(ল) অনলাইন গণমাধ্যম কার্যক্রম;

(শ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সম্প্রচার কার্যক্রম;

২০। **সম্প্রচার যন্ত্রপাতির লাইসেন্স।** – আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধিন এবং লাইসেন্স অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে-

(ক) কোন স্থানে বা বাংলাদেশের রেজিস্ট্রীকৃত কোন জাহাজে কোন বিমান যানে বা কোন যানবাহনে কোন সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে পারিবে না;

(খ) কোন সম্প্রচার যন্ত্র আমদানি, বিক্রির প্রস্তাব, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজের অধিকারে রাখিতে পারিবে না; অথবা

(গ) কোন সম্প্রচার যন্ত্রপাতি যাহা দ্বারা অথবা যাহার ওপর সম্প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তাহা চালাইতে পারিবে না অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার মালিকানা অথবা দখলাধীন কোন বহির্বাটি, জমি ইত্যাদিসহ বাড়ী অথবা ভবনে রাখিতে পারিবে না;

(২) যন্ত্রপাতির লাইসেন্স কিরূপ হইবে, কত মেয়াদের জন্য হইবে এবং কি শর্তাবলী থাকিবে তাহা কমিশন নির্ধারণ করিবে;

(৩) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সম্প্রচার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপধারা-১ অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না;

(৪) কমিশন উপধারা-১ এর অধীন সরকারের অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিতে পারিবে অথবা সম্প্রচার যন্ত্র উক্ত উপধারার আওতামুক্ত রাখিতে পারিবে।

২১। **লাইসেন্স ও নিবন্ধনের শর্তাবলী।** – (১) কোন লাইসেন্স বা নিবন্ধন পত্র অথবা কোন লাইসেন্স বা নিবন্ধন প্রাপ্তির আংশিক বা পূর্ণ অধিকার জন্মাইলে তাহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না, হস্তান্তর করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) কমিশন এই আইন ও প্রবিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন শর্ত লাইসেন্সে ও নিবন্ধন পত্রে উল্লেখ/ আরোপ করিতে পারিবে এবং বিশেষ কোন অবস্থার প্রয়োজন মিটাইতে অতিরিক্ত কিছু শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

২২। **লাইসেন্স ও নিবন্ধনপত্র হস্তান্তরে বাধা নিষেধ।** – (১) সরকারের লিখিত পূর্ব সম্মতি ছাড়া কোন লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কারো কাছে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না;

(২) যে কোন লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্রের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হস্তান্তর সকল ক্ষেত্রেই বাতিল ও অকার্যকর হইবে।

(৩) সম্প্রচার লাইসেন্স বা অনলাইন গণমাধ্যমের নিবন্ধনপত্র প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্প্রচার বা অনলাইন গণমাধ্যম কার্যক্রম শুরু করার পুর্বে এবং কার্যক্রম শুরু করার পর ০১ (এক) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধন পত্রের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য আবেদন বিবেচনাযোগ্য হইবে না, তবে শর্ত থাকে যে লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্রের মালিকানা হস্তান্তরের পরিমাণ কোনভাবেই ৪৯% এর বেশী হইবে না।

২৩। **লাইসেন্স ও নিবন্ধন নবায়ন।**– এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও নিবন্ধন এই আইনের বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে নবায়ন করা যাইবে, তবে বিধিমালা না থাকিলে কমিশন প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে তাহা নির্ধারণ করিবে।

২৪। **যোগ্যতার মানদন্ড, লাইসেন্স ও নিবন্ধন বাতিল, স্থগিতকরণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।** – (১) এই আইনের অধীন কোন আবেদনকারী লাইসেন্স ও নিবন্ধন প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না যদি তিনি নিম্নলিখিত মানদন্ডের আওতাভুক্ত হন:

(ক) তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) আদালত কর্তৃক অন্য কোন আইনের অধীন দুই বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হইলে বিভাগীয় মামলায় দণ্ডিত হন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(গ) এই আইনের অধীনে যে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দন্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্ত দন্ড হইতে মুক্তিলাভের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া না থাকেন;

(ঙ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক চিহ্নিত বা ঘোষিত হন; বা

(চ) বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে তাহার লাইসেন্স বা নিবন্ধন কমিশন বাতিল করিয়া থাকে;

(ছ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মানদন্ড।

(২) যদি কমিশনের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত কার্যক্রম করিয়াছে তাহা হইলে উক্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধন স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণের কারণ সংবলিত একটি নোটিশ কমিশন লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিবে এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লাইসেন্সধারীর বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনে পৌঁছানোর নির্দেশ থাকিবে :

(ক) উপধারা ১ এর অধীন লাইসেন্স বা নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য যোগ্য নয় এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্প্রচার বা অনলাইন গণমাধ্যম কার্যক্রম পরিচালনা করিলে; বা

(খ) উপধারায় বর্ণিত তাহার অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স বা নিবন্ধন অর্জন করিয়া থাকিলে; বা

(গ) লাইসেন্স বা নিবন্ধনে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান শুরু করিতে না পারিলে/ব্যর্থ হইলে; বা

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিত লাইসেন্স বা নিবন্ধনের মালিকানা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করিলে; বা

(ঙ) এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালা অথবা জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা বা জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে অথবা লাইসেন্স বা নিবন্ধনে প্রদত্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকিলে।

(৩) লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপধারা ২ এর আওতায় প্রদত্ত নোটিশের জবাব প্রদান না করিলে অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে জবাব প্রদান করিলে তা বিবেচনাপূর্বক কমিশন শর্তসহ বা শর্ত ব্যতিরেকে-

(ক) অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের জন্য লাইসেন্স বা নিবন্ধন স্থগিত করিতে পারিবে;

(খ) প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা জরিমানা প্রদান করিতে প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঘ) লাইসেন্স বা নিবন্ধন ১৫ (পনের) দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য স্থগিত অথবা বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে;

(ঙ) কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে ২৯(২) ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা-৩ এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থায় কোন লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ক্ষতিপূরণ লাভের প্রাধিকারপ্রাপ্ত হইবে না এবং এইরূপ দাবী কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবে না। যদি এইরূপ দাবী উত্থাপিত হয় তাহা হইলে আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ তাহা সরাসরি বাতিল করিবে।

২৫। **<u>লাইসেন্স ও নিবন্ধনের শর্তাবলী সংশোধন।</u>** — (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা নিবন্ধনের যে কোন শর্ত পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, সংযোজন, বাতিল বা অন্য কোন রূপান্তরের মাধ্যমে কমিশন তাহা সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে লাইসেন্স বা নিবন্ধনের শর্ত সংশোধনের জন্য লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিবে সেই ক্ষেত্রে কমিশন প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ সংবলিত একটি নোটিশ লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি জারি করিবে এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিবে; জবাব পাওয়ার পর কমিশন অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিশন কোন আবেদনের ভিত্তিতে যেইরূপ সংশোধন উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত সংশোধন করিতে পরিবে।

<u>ভোক্তার নালিশ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং কমিশন কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধানাবলী</u>

২৬। **<u>ভোক্তার নালিশ গ্রহণ ও নালিশ নিষ্পত্তি এবং কমিশন কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।</u>** — (১) সম্প্রচার বা অনলাইন গণমাধ্যম কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক অপারেটর তাহার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয় ও বিষয়বস্তু (Content) সম্পর্কে ভোক্তাদের অসুবিধা বা নালিশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নালিশ কেন্দ্র স্থাপন করিবে এবং ঐ কেন্দ্রের অবস্থান বা যোগাযোগের কেন্দ্র সম্পর্কে মাঝে মাঝে নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) যে কোন ভোক্তা তাহার অসুবিধা বা নালিশ উক্ত নালিশকেন্দ্রে দাখিল করিতে পারিবে অথবা সরাসরি টেলিফোনে বা লিখিতভাবে কমিশনকে জানাইতে পারিবে।

(৩) ভোক্তা হইতে প্রাপ্ত নালিশ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং এই নালিশের নিষ্পত্তি একটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) কোন তথ্য বা নালিশ পাওয়ার পর লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশন কর্তৃক এই লক্ষ্যে প্রণীত কার্যবিধি অনুসরণ করিবে।

(৫) যদি লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ভোক্তা কর্তৃক আনীত তাহার অসুবিধা বা নালিশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও যথাসময়ে প্রতিকার ও নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ভোক্তা প্রতিকারের জন্য লিখিতভাবে কমিশনকে জানাইতে পারিবে।

(৬) এই ধরণের আবেদন পাওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে।

(৭) কমিশন সম্প্রচারকারীর লাইসেন্স বা অনলাইন গণমাধ্যমের নিবন্ধন সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে এবং কমিশন অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৮) কমিশন তাহার নিজ উদ্যোগে সম্প্রচারকারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা জরিমানা করিতে পারিবে (প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানপূর্বক) যদি কমিশনের বিশ্বাস জন্মায় যে সম্প্রচারকারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা আচরণ নিয়ন্ত্রণ বিধি বা শৃঙ্খলা বিধি বা জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা বা জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ভঙ্গ করিয়াছে বা এমন বিষয়বস্তু সম্প্রচার করে যাহা-

(ক) দেশের নিরাপত্তা এবং অখন্ডতার প্রতি সম্ভাব্য হুমকি হইবে;
(খ) সমগ্র দেশে বা দেশের অংশবিশেষে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নাশকতা ও সহিংসতা উৎসাহিত করিবে অথবা জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের আশংকা সৃষ্টি করিবে;
(গ) অশ্লীল ও অশিষ্ট; এবং
(ঘ) মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক।

২৭। **বিরোধ নিষ্পত্তি।** – (১) নিম্নেবর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে যে কোন বিরোধ বা নালিশের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা কমিশনের থাকিবে-

(ক) লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে;
(খ) দুই বা ততোদিক সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে;
(গ) যে কোন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তার মধ্যে বা একদল ভোক্তার মধ্যে;
(ঘ) সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এবং ইহার কন্টেন্ট সরবরাহকারীর মধ্যে।

(২) এই নালিশ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণের পদ্ধতি কমিশন নির্ধারণ করিবে এবং এই ধরণের বিচার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত সকল রোয়েদাদ বা নির্দেশ 'সালিশ আইন, ২০০১' অনুযায়ী বলবৎযোগ্য হইবে।

২৮। **হাইকোর্টে আপীল।** – (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে বিবদমান যে কোন পক্ষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রতিটি আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত তারিখ অতিবাহিত হইবার পরও হাইকোর্ট আপীল গ্রহণ করিতে পারিবে, যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হয় যে আপীলকারী যথাসময়ে আপীল দাখিল করিবার পিছনে পর্যাপ্ত ও যুক্তিসংগত কারণ তাহাকে বারিত করিয়াছিল।

অপরাধ ও দন্ড

২৯। **দন্ড।** – (১) কোন ব্যক্তি ধারা-১৯ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে সেই ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহাকে অনধিক ৭ (সাত) বছর মেয়াদের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাইবে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে এবং অপরাধ সংঘটন চলমান রাখিলে, অপরাধ চলমান প্রতিদিনের জন্য তাহাকে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ১৯ এর অধীন বর্ণিত কর্মকান্ড সম্পর্কিত অপরাধ ব্যতিত এই আইনের বিধানাবলী/বিধিমালা বা প্রবিধানমালা বা জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা বা জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা বা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশনা লঙ্ঘন করিলে তাহাকে অনধিক ৩ (তিন) বছর মেয়াদের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে এবং অপরাধ সংঘটন চলমান রাখিলে, অপরাধ চলমান প্রতিদিনের জন্য তাহাকে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রযোজ্য সকল ফিস এবং আরোপিত সকল জরিমানা ও আর্থিক দন্ড 'পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী আইন, ১৯১৩' এর অধীন আদায়যোগ্য হইবে।

৩০। **অপরাধের বিচার।** –(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় বর্ণিত সকল অপরাধ অ-আমলযোগ্য (Non-Cognizable) ও জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে। কমিশনের অনুমতি ব্যতিত কোন আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ আমলে নিবে না।

(২) মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটান এলাকা বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় বর্ণিত সকল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৩১। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।**– (১) এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিদর্শকের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে সূচিত মামলা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে সূচিত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

বিবিধ

৩২। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।** – সরকার কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এই আইনের লক্ষ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৩৩। **প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**– (১) কমিশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(২) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিশেষভাবে এবং পূর্বোক্ত সাধারণ ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া নিম্নোক্ত সকল বিষয়াদি বা যে কোন বিষয়ে এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-

(ক) কমিশনের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ধরণ;
(খ) কমিশনের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে প্রদেয় বেতন ও ভাতা এবং তাদের চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী ;
(গ) লাইসেন্স ও নিবন্ধন মঞ্জুর এর শর্তাবলী, ফি গ্রহণের প্রক্রিয়া;
(ঘ) কমিশন ও ইহার কমিটির অনুষ্ঠেয় সভার সময়, স্থান এবং এইরূপ সভার কার্যপরিচালনার অনুসরনীয় পদ্ধতি;
(ঙ) কারিগরি ও অন্যান্য গুণগত মান এবং গ্রহণমান (reception) এর যৌক্তিক গুণাবলী নির্ধারণ;
(চ) কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ;
(ছ) লাইসেন্সধারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত বিবরণী ও সম্প্রচার তালিকা চালু রাখা;
(জ) সম্প্রচারমূলক বিষয়বস্তুর স্ব-প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্প্রচারকারী বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কিভাবে স্থাপন করে ও চালু রাখে তাহার ধরণ বা প্রকার;
(ঝ) ২৭ ধারার অধীন ন্যায়নির্ণায়ক পদ্ধতি;
(ঞ) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে মামলা দায়ের পদ্ধতি;
(ট) অন্য যে কোন বিধান সম্পর্কীয় বিষয় যাহা কর্তৃপক্ষের মতে এই আইনের অধীন কর্মসম্পাদনে প্রয়োজন।

৩৪। **ক্ষমতা অর্পণ।**– কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা এবং আদেশে উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইহার সকল ক্ষমতা যে কোন কমিশনার, কর্মকর্তা বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে।

৩৫। **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**– চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনার, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরামর্শক এবং অন্য যে কোন ব্যক্তির ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্মসম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাবান হইলে তাহারাই ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির (Act XLV)-এর ২১ ধারার অধীন সরকারি কর্মচারি হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৬। **অনুমোদিত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।**– সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবে। বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদে কোন বিরোধ দেখা দিলে বাংলা প্রাধান্য পাইবে।

৩০/১১/২০১৬

মোঃ আ... তালুকদার
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার